দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 27 SEP 2005
পৃষ্ঠা — ৭ কলাম ৭

১৩১টি প্রতিষ্ঠানের কেউ পাস করেনি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সাতটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি ও মাদ্রাসা বোর্ডের আলীম পরীক্ষায় এবার সারাদেশের ১৩১টি কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে কেউ পাস করেনি। ৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

কেউ পাস করেনি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অর্থাৎ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাসের হার শূন্য। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের কলেজ ১৪টি, রাজশাহী বোর্ডে ১৩টি, যশোর বোর্ডে ৮টি, বরিশাল বোর্ডে ৭টি, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৪টি, কুমিল্লা বোর্ডে ১টি, সিলেট বোর্ডে ১টি এবং মাদ্রাসা বোর্ডে ৮৩টি। তবে শূন্য পাসের কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা গতবারের তুলনায় এবার কমেছে। গতবছর এই সংখ্যা ছিল ২৭৮টি এবং ২০০৩ সালে ৩৩৭টি, ২০০২ সালে ৫৭৫টি, ২০০১ সালে ৫২৬টি, ২০০০ সালে ২৯৮টি ও ১৯৯৯ সালে ১৩৬টি। অপরদিকে এবার শতকরা ৫ ভাগ বা তার কম ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে এমন কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা হচ্ছে ৩টি, শতকরা ১০ ভাগের নীচে কিন্তু ৫ ভাগের ওপরে পাস করেছে এমন কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ৪৩টি এবং শতকরা ২০ ভাগের নীচে কিন্তু ১০ ভাগের ওপরে পাস করেছে এমন কলেজ ও মাদ্রাসা হচ্ছে সারাদেশ ১৮৭টি।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক জানিয়েছেন, শূন্য পাসের হারের এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনটি যদি গতবারের পরীক্ষায়ও একই ধরনের ফলাফল করে থাকে কিংবা আগামী বছরেও করে তবে তাদের এমপিও বাতিল করা হবে। এভাবে এমপিও বাতিল করায় শিক্ষকরা বর্তমানে সচেতন ও ক্লাসরুমে পাঠদানে মনোযোগী হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে এবং খারাপ ফলাফল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমছে। মাদ্রাসায় সনাতনী পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে ফলাফল খারাপ হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এদিকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন জানান, এ বছর এইচএসসি ও আলীম পরীক্ষায় নকলের দায়ে ১ হাজার ৭২৯ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। গতবছর এই সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৭৪৭ জন, ২০০৩ সালে ৭ হাজার ৬১৬, ২০০২ সালে ৬ হাজার ৬৫৫, ২০০১ সালে ৭ হাজার ২, ২০০০ সালে ৬ হাজার ৬৯৩ এবং ১৯৯৯ সালে ৪ হাজার ৭০০ জন। নকল ও বহিষ্কারের সংখ্যা বর্তমানে কমে আসছে।